নয়াদিগন্ত

ঢাকা, শনিবার ১ কার্তিক ১৪১৭, ১৬ অক্টোবর ২০১০

উন্নয়নবান্ধব জাতীয় পরিবেশ

ড. এম আজিজুর রহমান

বিশ্বের কোনো দেশ বেশি উন্নত, কোনোটি কম। কোনো দেশের উন্নয়নের অনুকূল পরিবেশ বেশি। কোনো দেশ প্রতিকূল পরিবেশে পরিবেষ্টিত। ব্যক্তিস্বাধীনতা, বেসরকারি খাতে সম্প্রসারণ, ব্যক্তি ও ব্যক্তিসম্পদের অধিকার, নিরাপত্তা, ব্যবসায়-বাণিজ্যে উৎসাহ ইত্যাদি কারণে অনেক দেশ ও জাতি সচ্ছলতা অর্জন করতে পেরেছে। আবার আবহাওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়– পশ্চিমাসহ সংশ্লিষ্ট কিছু শীতের দেশ অপেক্ষাকৃত বেশি সচ্ছল। তাই অনেকে মনে করে, গরমের দেশের মানুষগুলো অলস।তাই তারা অপেক্ষাকৃত কম সচ্ছল। খ্রিষ্টান ও বৌদ্ধ ধর্মের দেশগুলো, হিন্দু ও মুসলিম ধর্মের দেশগুলোর চেয়ে বেশি সচ্ছল। কেউ মনে করে, ইহুদিদের চিন্তাভাবনা খুবই উৎপাদনমুখী এবং তাদের আবিষ্কার ও সংশ্লিষ্ট প্রয়োগের ফলে জার্মানি, আমেরিকা ও ইসরাইল খুবই সমৃদ্ধ। আবার একই ধর্মীয় গোষ্ঠীর ভেতরেও আর্থিক সচ্ছলতার পার্থক্য হয়। যেমন– খ্রিষ্টানদের ভেতরে ক্যাথলিকদের তুলনায় প্রোটেস্টান্টরা বেশি উৎপাদনশীল।

অনেকের বিশ্বাস, যেসব জাতির বেশির ভাগ লোক ইউরোপিয়ানদের বংশধর, তারা বেশি সচ্ছল। অনেকের মতে, যারা সামুদ্রিক মাছ বেশি খায়, বেশি আয়োডিন পায়, তারা বুদ্ধিমান হয়। যেমন– দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ার তুলনায় পূর্ব এশিয়ার লোকজন বেশি বুদ্ধিমান এবং সংশ্লিষ্ট দেশগুলো অপেক্ষাকৃত সচ্ছল। কেউ মনে করে খাটো লোকগুলো বেশি বুদ্ধিমান, কর্মঠ ও টেকসই। যেমন– খাটো জাপানিদের সুদক্ষ ব্যবস্থাপনার কাছে আমেরিকানরা হার মানতে বাধ্য হয়েছে। বলা হয়, জাপানের খাটো লোকগুলো বিশ্বে সবচেয়ে বেশি কঠোর পরিশ্রমী। সাহায্যে জাপানকে তারা উন্নয়নের শীর্ষপর্যায়ে নিতে পেরেছে। বিধায় তারা বিশ্বের আবিষ্কৃত নতুন নতুন প্রযুক্তি প্রয়োগ করে আজ এ আর্থসামাজিক সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এমনকি, আমেরিকার মতো উন্নত দেশের কঠোর পরিশ্রমী মানুষগুলোকেও জাপানিরা আলসে বলে থাকে। প্রাকৃতিক সম্পদের দেশ হয়েও ভারত খুব অগ্রসর হতে পারছে না।

সমগ্র বিশ্বকে সচ্ছলতার দিক থেকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা যায়। বিশ্বের কোনো কোনো অংশকে খাদ্য নিরাপত্তার বিবেচনায় নিরাপদ ও দুর্ভিক্ষকবলিত হিসেবে ভাগ করা যায়। দারিদ্র্যপীড়িত এলাকার ভেতরে পড়ে আফ্রিকা, দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা, সোমালিয়া, বলিভিয়া ও বাংলাদেশ।

মানবশিশু হিসেবে আমরা ধনী, মধ্যবিত্ত ও গরিব ঘরে জন্ম নিই। আমি গরিব, এটা আমার অপরাধ নয়। গরিব শিশু মেধা কাজে লাগিয়ে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে তার ভাগ্যের উন্নয়ন করে এবং দারিদ্র্যের গ্লানি থেকে নিজেকে মুক্ত করে। একটি জাতি বা একটি দেশের কি সবাই গরিব ঘরে জন্ম নেয়? তা অবশ্যই নয়। জন্মসূত্রে একটি শিশু গরিব হয়, জন্মসূত্রে একটি দেশ কিন্তু গরিব নয়। বিশ্বমানবসমাজে আর্থিক বৈষম্য জন্ম থেকেই কোনো দেশ অর্জন করে না।

'যে দেশের সরকার যা চায় ওই দেশের জনগণ বাস্তবে তাই পায়'। উন্নয়নবান্ধব জাতীয় পরিবেশ রক্ষায় সরকারের দায়িত্ব পালন করা না হলে পুরো জাতিকে এর মাশুল দিতে হয়।

লেখক : ভিসি, উত্তরা ইউনিভার্সিটি